Feed prices worry Mymensingh fish farmers

Our Correspondent, *Mymensingh*

Just when Mymensingh's 1.12 lakh fish farmers were looking forward to turn the corner and start recovering from losses they incurred during Covid-19 restrictions, the rising prices of fish feed are eating away their profits.

The aquaculture industry in Mymensingh -- one of the largest fish producing hubs in the country -- suffered Tk 400 crore in losses, mostly due to unavailability of transport during lockdowns.

Abu Raihan, a commercial fish farmer in Dhanikhola village of Trishal upazila, said fish feed prices rose significantly in recent months.

Price of one kilogram of feed has gone up by Tk 4 to 5 over the last three months, raising the cost of production close to the sale price, sometimes even higher. "For example, per kg Pangas is being sold for Tk 82 to 84 while the production cost is around Tk 90," said Raihan.

Ataur Rahman Khan, another fish farmer from Boilor village in the same upazila, said he suffered losses during the pandemic months and he might lose another Tk 4 lakh this year due to the rising prices of fish feed.

Contacted, Dilip Kumar Saha, district fisheries officer in Mymensingh, said dealers of fish feed might be involved in raising its prices, as he found production at different fish feed factories going on in full swing during his recent visit at some of the factories in the district where a few of the factory owners had faced a supply shortage of ingredients.

Against an annual demand of 1.26 lakh tonnes of fish in Mymensingh, around 1,12,000 fish farmers in the district have been producing nearly 4 lakh tonnes of fish each year, he also said.

Tofail Ahmed, senior fisheries officer in Trishal, said around 7,500 fish farmers in the upazila incurred losses due to the pandemic and now the hike in fish feed prices is likely to deal another blow to the industry on which around seven lakh people depend in Mymensingh.

Khaled Masud Sujon, who works as a fisheries executive at Quality Feeds Ltd in Mymensingh, said the prices of fish feed has gone up by Tk 4 to per kg in the last seven months, as prices of ingredients including soyabean, rice bran, oil cake and maize also went up.

The prices of fish feed are not likely to fall any time soon, as the prices of ingredients continue to rise, he added.

Fish netted at a commercial fishing pond in Salimpur village in Mymensingh's Trishal upazila. PHOTO: **COLLECTED**

Thakurgaon, Panchagarh hospitals struggle to cope with child patients

Failing to make a space inside of the child ward, the guardians are seen attending their ailing children in Thakurgaon Sadar Hospital's compound. PHOTO: **STAR**

Our Correspondent, *Thakurgaon*

The number of child patients has shot up at hospitals in Thakurgaon and Panchagarh districts as cold-related diseases including cough, fever, respiratory infections, diarrhoea spread due to fluctuation of temperature between day and night time.

Failing to make a space inside of the child ward, the guardians were seen attending their ailing children in the hospital's compound under trees.

In the last two days, at least 203 patients were admitted to the children's ward of Thakurgaon Sadar Hospital although there are only 45 seats at the ward.

In Panchagarh, 39 patients were admitted at Panchagarh Sadar Hospital against 12 beds.

During a visit on Thursday, this correspondent saw a single bed being shared by three, four patients, most of them were forced to stay on the verandah and corridor. Those who failed to make a space inside the hospital with their ailing children were seen staying under trees in Thakurgaon Sadar Hospital's compound.

Besides, over 200 patients receiving treatment at the outdoor every day. Most of them suffering from cold-related diseases, hospital sources said.

The number of child patients with fever, cough and other cold-related diseases saw a sharp rise as the kids are most vulnerable to the situation when the temperature falls or goes up sharply, doctors at the hospital said.

"I admitted my pneumonia-affected two and a half months old son to the hospital on Wednesday morning. We are staying on the corridor due to shortage of space in the children's ward," said Amena Khatun of velajan village under Sadar upazila.

> At least 203 patients were admitted to Thakurgaon Sadar Hospital in the last two days, although there are only 45 seats at its children's ward.

Saleha Begum of Radhanagar village in Atwary upazila of Panchagarh admitted her one-year-old son with infection in the respiratory tract on Thursday. She is also staying in the hospital's corridor.

Nonita Bala of Koshalbari village in Thakurgaon Sadar upazila came to the hospital on Thursday morning with her 10-month-old baby with breathing complications. They were staying under the tree in the compound as she failed to make a space inside the ward for them.

Dr Shajahan Newaj, consultant of the hospital for children, said the hospital is struggling to cope with the surge of child patients suffering from cold-related diseases.

"Fluctuation of temperature between day and night causes bronchitis, pneumonia and other respiratory illnesses. Children are more vulnerable to these infections because their immune system is weak. If the patients come to the hospital in time it is easy to give treatment. The situation is likely to improve within two or three days as the weather is becoming normal," he said. He advised parents to feed their children liquid foods enriched with vitamin C.

Replying to a query Dr Shajahan said usually 60 to 70 patients stay in the children ward but now the number has reached around 200.

Department of Agriculture Extension (DAE) keeps a record of temperature regularly. In the record book, it was learnt that the highest temperature was 36 degrees Celsius while the lowest was 25 degrees Celsius in the current week.

UNWTO
Welcome
World Tourism Day-2021
27 September
"Tourism For Inclusive Growth"
Tour Operators Association of Kuakata
World Tourism Day
World Tourism Day

Patuakhali district administration, in cooperation different hotel-motel and tourism-oriented organizations, brings out a colourful procession in Kuakata yesterday, marking the World Tourism Day. PHOTO: **STAR**

Youth found dead

Our Correspondent, *Munshiganj*

Naval police recovered the body of a young man from Kathpatti Launch Ghat area yesterday, a day after he went missing on Sunday.

The deceased, Sheikh Mohammad Mahtab, 30, was son of Sheikh Mohammad Hasan of Narayanganj's of Siddhirganj upazila.

Quoting the victim's family members, Sub Inspector of Mukterpur Naval Police Outpost Mohammad Al-Amin said Mahtab went out of his house on Sunday and remained missing since then, he said.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
যানবাহন শাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

নং- ৫১.০১.০০০০.০০৭.৯৮.০০৬.২১.১১৩ তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ খ্রি.

অকেজো গাড়ি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাপ্তকৃত সিডিএমপি প্রকল্পের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন জেলায় নিম্নবর্ণিত অকেজো সাস নম্বরযুক্ত গাড়িগুলো "যেখানে যে অবস্থায় আছে" এবং উহার রেজিস্ট্রেশন সনদ, ট্যাক্স টোকেন ও ফিননেস সনদ "যে অবস্থায় যে পর্যন্ত নবায়ন আছে" ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত আগ্রহী দরদাতাদের নিকট হতে সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। অকেজো গাড়ির বিবরণ ও বর্তমান অবস্থান নিম্নরূপ:

(ক) সমাপ্তকৃত সিডিএমপি প্রকল্প:

ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১।	ঢাকা-মেট্রো-চ-৫১-৬১৫৪ নং	মাইক্রোবাস	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৪ নং ভবন
২।	ঢাকা-মেট্রো-চ-৫১-৪৮৬৯ নং	মাইক্রোবাস	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৪ নং ভবন
৩।	ঢাকা-মেট্রো-গ-১৭-২১৪৬ নং	কার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের গ্যারেজে

(খ) বিভিন্ন জেলায় সাস নম্বরযুক্ত ২৬ (ছাব্বিশ) টি জিপ অকেজো গাড়ি:

ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান	ক্র: নং	গাড়ির নম্বর	গাড়ির ধরন	গাড়ির অবস্থান
১	সাস-৬৫-২৭৫৮নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফরিদপুর	১৪	সাস-৬৫-২৮৮২ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, রংপুর
২	সাস-৬৫-২৮৮৪ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, গাজীপুর	১৫	সাস-৬৫-২৮৯৫ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, সুনামগঞ্জ
৩	সাস-৬৫-২৮৮৭ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফেণী	১৬	সাস-৬৫-২৮৪৭ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ
৪	সাস-৬৫-২৫২৬ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুমিল্লা	১৭	সাস-৬৫-২৮৮৫ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, লালমনিরহাট
৫	সাস-৬৫-২৮৮৬ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, -ঐ-	১৮	সাস-৬৫-২৪৭১ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝিনাইদহ
৬	সাস-৬৫-২৭৪৫ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, লক্ষীপুর	১৯	সাস-৬৫-২৭৪০ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, মানিকগঞ্জ
৭	সাস-৬৫-২৭৪৪ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজশাহী	২০	সাস-৬৫-২৫২৪ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, খাগড়াছড়ি
৮	সাস-৬৫-২৬০১ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, নড়াইল	২১	সাস-৬৫-২৮৭৭ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজবাড়ী
৯	সাস-৬৫-২৫২৫ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, নাটোর	২২	সাস-৬৫-২৪৬৮ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
১০	সাস-৬৫-২৫২৮ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, নীলফামারী	২৩	সাস-৬৫-২৭৫৭ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ
১১	সাস-৬৫-২৭৩৮ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, নীলফামারী	২৪	সাস-৬৫-২৮৭৯ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, মাদারীপুর
১২	সাস-৬৫-২৮৯২ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, নোয়াখালী	২৫	সাস-৬৫-২৭৩৯ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, গাইবান্ধা
১৩	সাস-৬৫-২৫৭৩ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, যশোর	২৬	সাস-৬৫-২৬০০ নং	জিপ	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, ঝালকাঠি

সিডিউল বিক্রয়, দাখিল ও খোলার বিবরণ:	
দরপত্র সিডিউল বিক্রির শেষ তারিখ ও সময়	আগামী ১৩/১০/২০২১ তারিখ বিকাল-৪.০০ টা
দরপত্র সিডিউল দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়	আগামী ১৪/১০/২০২১ তারিখ বিকাল-৩.০০ টা
দরপত্র বাক্স খোলার তারিখ ও সময়	আগামী ১৪/১০/২০২১ তারিখ বিকাল-৩.০০ টা

শর্তাবলী:

১। উপরোক্ত যানবাহনগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানে যে কোন কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে পরিদর্শন করা যাবে।

২। দরপত্রের সিডিউল নির্ধারিত মূল্য ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকায় (অফেরতযোগ্য) (ক) ক্রমিকে উল্লিখিত সমাপ্তকৃত সিডিএমপি প্রকল্পের_গাড়িগুলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যানবাহন শাখা হতে এবং (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে ক্রয় করা যাবে।

৩। দরপত্র দাতা ক্রয়কৃত সিডিউলে দর উল্লেখপূর্বক সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র দাখিল করবেন। দাখিলকৃত দরপত্রে অন্যান্য চাহিদাকৃত কাগজ পত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে।

৪। দরপত্রে যানবাহনের দাখিলকৃত মূল্য অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে গাড়ির নম্বরের পার্শ্বে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে। লেখায় কোনরুপ কাটাকাটি বা ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫। দরপত্রের সাথে প্রতিটি গাড়ির জন্য উদ্বৃত মূল্যের ১৫% হারে জামানত যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে (ক) ক্রমিকে উল্লিখিত সমাপ্তকৃত সিডিএমপি প্রকল্পের গাড়ির জামানত নিম্নস্বাক্ষরকরী এবং (খ) ক্রমিকে উল্লিখিত গাড়ির জামানত সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার অনুকূলে জমা প্রদান করতে হবে। দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রতিটি গাড়ির সমুদয় মূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। (ক) উল্লিখিত সমাপ্তকৃত সিডিএমপি প্রকল্পের গাড়িগুলোর সিডিউল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা এর (লেভেল-০২) এবং (খ) উল্লিখিত গাড়িগুলোর সিডিউল সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের টেন্ডার বাক্সে উল্লিখিত তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ঐ দিনই উপস্থিত দরপত্রদাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) নির্ধারিত সময়ে খোলা হবে।

৭। যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন এবং কোন বিষয়ে কোন সংশয়ের সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৮। বিস্তারিত শর্তাবলী দরপত্র সিডিউলে উল্লেখ থাকবে।

২৭.০৯.২০২১
(ড. মো: হাবিব উল্লাহ বাহার)
(উপসচিব)
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)
ফোন- ০২-২২২২৮৬০১৭

GD-1730